ভাষা পরিকল্পনা

সমাজভাষাবিজ্ঞানের চতুর্থ আক্রমের আলোচ্য বিষয় ভাষা সমস্যা। একে বলা হয় ভাষা সমস্যার সমাজভাষাবিজ্ঞান। পৃথিবীর এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে ভাষা সমস্যা নেই, আবার এমন কোনো ভাষা নেই যেখানে সমস্যা নেই। ভাষায় সমস্যা থাকলেই সেখানে পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে, সুচিন্তিত পরিকল্পিত সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হয়। সাংগঠনিক এবং ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার আন্তর সংগঠন তথা বিবর্তন নিয়ে ভাবিত ছিলেন, ভাষার সমস্যার কথা তাঁরা ভাবেন নি। ভাষা সমস্যা সমাধানের সচেতন প্রয়াসকে ভাষা পরিকল্পনা বলা হয়।

ভাষা পরিকল্পনা (language planning) সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি ফলিত তথা প্রায়োগিক বিভাগ। ভাষা পরিকল্পনা পরিভাষাটি খুবই সাম্প্রতিক। হাউগেন (১৯৭২: ২০৯, পাদটীকা) যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তার থেকে জানা যায় যে পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন অকালপ্রয়াত ভাষাবিজ্ঞানী উরিয়েল ওয়াইনরাইশ (Uriel Weinreich) ১৯৫৭ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের জন্য। রুবিন এবং য়ের্নুড (১৯৭১: xv) মনে করেন আইনার হাউগেন এই পরিভাষাটি শুধুমাত্র প্রথম ব্যবহারই করেন নি, ভাষা পরিকল্পনার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও করেছেন। ভাষা পরিকল্পনা পরিভাষাটি পাঁচের দশক থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলেও, এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। মনসুর মুসা (বর্তমান লেখককে এক ব্যক্তিগত পত্রে) জানান যে ১৯৩১ সালে International Communication—A Symposium on Language Problem নামে একটি পুস্তিকা বেরিয়েছিল। এই সঙ্কলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে ভাষা সমস্যা, ভাষা পরিস্থিতি, নির্মিত ভাষা (constructed language) এবম্বিধ নানা ধারণা প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সমস্যার উত্তরণের জন্য পরিকল্পিত সহযোগ (planned collaboration) ইত্যাকার বক্তব্যও প্রকাশিত হয়। নোতুন ভাষা সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ করার কথাও তাতে আলোচিত হয়। এসব চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ডকে পাঁচের দশকে ব্যবহৃত ভাষা পরিকল্পনা ধারণার পূর্বসূত্র হিশেবে গ্রহণ করা যায় বলে তিনি মনে করেন।

যাই হোক, ভাষা পরিকল্পনা ধারণাটি বিংশ শতাব্দীর অবদান হলেও, এই ধারণা-সম্পৃক্ত বিষয়কে আরো প্রাচীনকালে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা পরিকল্পক পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিবাসী ছিলেন—তিনি হলেন ব্যাকরণকার পাণিনি। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ভাষা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে সুপরিকল্পিতভাবে মান্যায়িত করে, তাকে সমস্যামুক্ত করে, সে ভাষার একটি সুস্থিত রূপ দেন।

ভাষার ধর্ম পরিবর্তন। স্যাপির (১৯২২)-এর বহু-উল্লেখিত উদ্ধৃতি: Language is in a state of continuous flux। ভাষার পরিবর্তন ধরে তাকে ব্যাখ্যা করে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব। ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার পরিবর্তন সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। লেবোভ

Scanned with CamScanner

ভাষা পরিকল্পনা

ভাষাপরিকল্পক :→ হাইনয্স ক্লস, আইনার হাউগেন, নেউস্তুপনি, যের্নুড, রিচার্ড নস

আইনার হাউগেন

- নির্বাচন
- কোডায়ন
- প্রয়োগ
- প্রসারন

	অনুশাসনরূপ	ফাংশন
সমাজ	১. নির্বাচন	৩. প্রয়োগ
ভাষা	২. কোডায়ন	৪. প্রসারন

হাইনয্স ক্লস

- অঙ্গপরিকল্পনা
- মর্যাদা পরিকল্পনা

জিরি নেউস্তুপনি

- পরিবর্ধন আক্রম
- নীতিগত আক্রম

Scanned with CamScanner

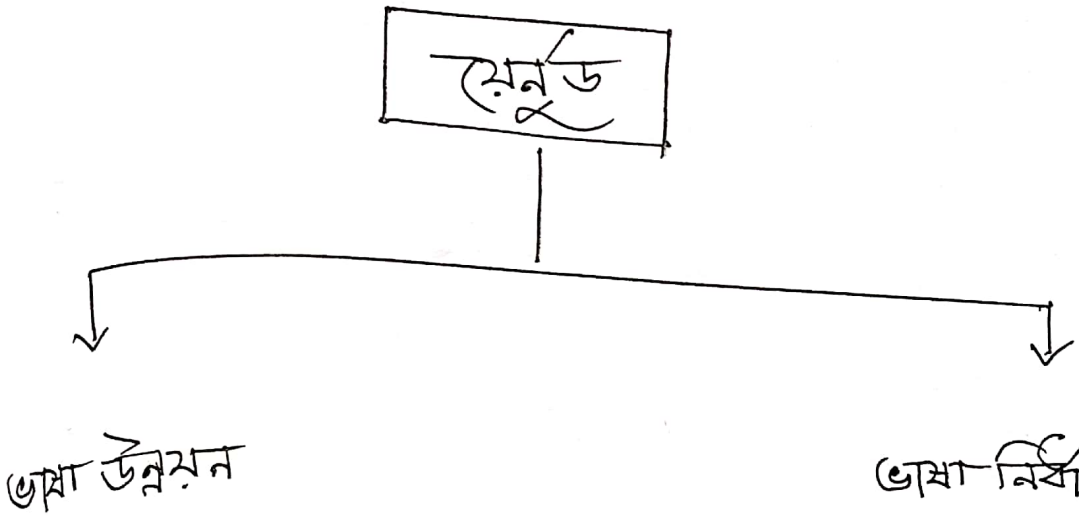

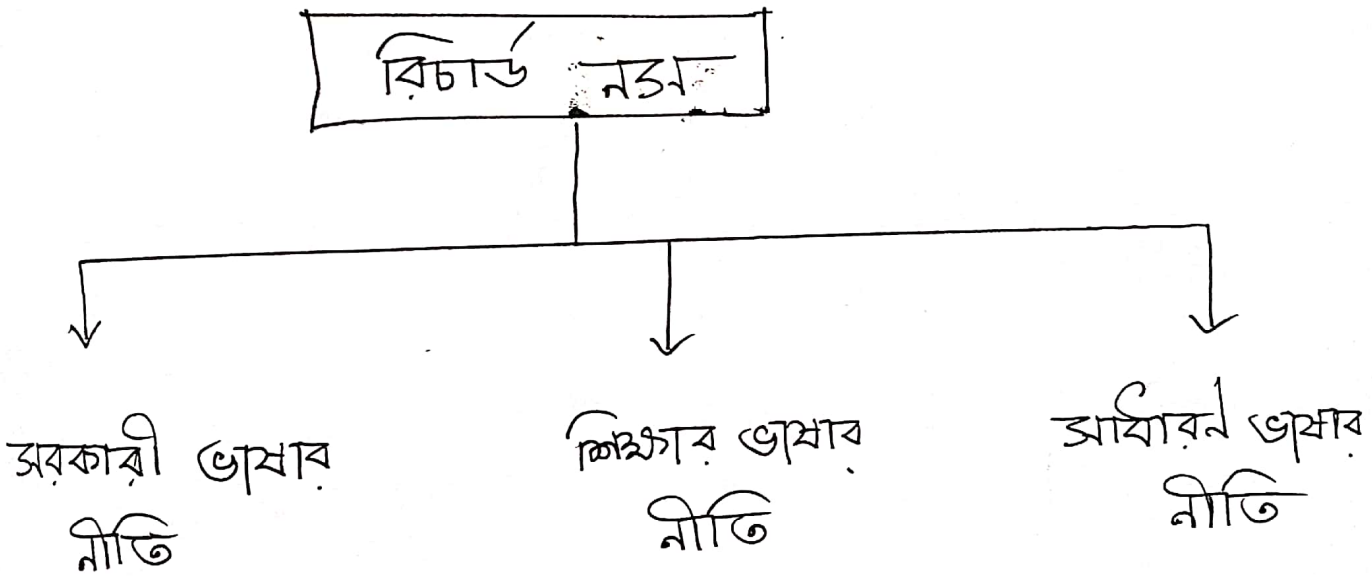

Scanned with CamScanner

ফিশম্যান ১৯৮৭: ৩১)। ১৯৮৩ সালে তিনি তাঁর মডেলকে 'ধ্রুপদী'' (classical) আখ্যায় অভিহিত করেন। তিনি বলেন ভাষা পরিকল্পনার মডেলে থাকবে মোট চারটি মাত্রা: ১ অনুশাসনরূপের নির্বাচন (selection of norm); ২ রূপের কোডায়ন (codification of form); ৩ ফাংশানের প্রয়োগ (implementation of function); এবং ৪ ফাংশানের প্রসারণ (elaboration of function)। ১ এবং ২ অনুশাসনরূপ-বিষয়ক, ৩ এবং ৪ ফাংশান-বিষয়ক। ১ এবং ৩ সমাজভিত্তিক এবং ২ এবং ৪ প্রাথমিকভাবে ভাষিক, ফলে ভাষার আন্তর সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। নিচের সারণির সাহায্যে তা এভাবে উপস্থাপিত করা যায়:

	অনুশাসনরূপ	ফাংশান
সমাজ	১ নির্বাচন	৩ প্রয়োগ
ভাষা	২ কোডায়ন	৪ প্রসারণ

সারণি ৪.২। ভাষা পরিকল্পনার মডেল [সূত্র: হাউগেন ১৯৮৩: ২৭০]

নির্বাচন

নির্বাচন বলতে হাউগেন অন্তর্গত করতে চেয়েছেন আয়ার্ল্যান্ডে ইংরেজির পরিবর্তে অইর-এর ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, নরওয়েতে গ্রামীণ উপভাষার পরিবর্তে নাগরিক উপভাষার পরিবর্তন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে। তাঁর মতে নির্বাচন তখনি সম্ভব হয়, যখন সেখানে কেউ শনাক্ত করেন যে কোনো ভাষা সমস্যা রয়েছে। নেউস্তপনিও 'ভাষা সমস্যা'-র ওপর জোর দেন। প্রতিটি সমস্যাকে যদি শনাক্ত করা যায় তবে দেখা যাবে যে তার পেছনে রয়েছে পরস্পর-বিরোধী অনুশাসনরূপ (conflicting norms), যার জন্য আপেক্ষিক মর্যাদা স্থির করতে হবে। একেই বলা হচ্ছে অনুশাসনরূপের স্থান-নির্দেশন (allocation of norms)। নির্বাচনের পূর্বে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হতে পারে—প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে। পরে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত আবার রাতারাতিও জারি হতে পারে, যেমন কামাল আতাতুর্ক তুর্কি বর্ণমালাকে রাতারাতি রোমান লিপিতে পরিণত করেছিলেন। আবার নির্বাচনের প্রতিরোধও হতে পারে। হাসিডিক ইহুদিরা ইজরায়েলে য়িড্ডিশ ব্যবহার করে যাচ্ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো নির্বাচন আবার পাল্টেও যেতে পারে। এই নির্বাচনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তা সমাজের নেতাদের মাধ্যমে সমাজ দ্বারা সম্পাদিত হয়। কোনো ভাষিক রূপ, তা কোনো একটি উপাদান (item) হতে পারে, কোনো ভাষাও হতে পারে, সমাজে তা একটি বিশেষ মর্যাদা ভোগ করবে (অথবা করবে না) এই তথ্যই নীতি পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করে। এ ব্যাপারে প্রায়ই সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত, কিন্তু তিনি এই অর্থে 'পরিকল্পনা' এই পরিভাষাকে ব্যবহার করতে চান না। তিনি য়ের্নুড এবং দাশগুপ্তের (১৯৭১) সঙ্গে মত মিলিয়ে বলেন যে ব্যক্তিরা নির্বাচন করবে, তারপর কোনো স্বেচ্ছা-গোষ্ঠী তাদের অনুসরণ করবে, তাদের এই কার্যকলাপ গির্জার পক্ষে, রাজনৈতিক দলের পক্ষে, একটি প্রদেশের পক্ষে, এমনকি সমগ্র দেশের পক্ষে অনুশাসনমূলক হতে পারে।

কোডায়ন

কোডায়ন (codification) কোনো একজনের কাজ হতে পারে। সে কমবেশি বিধিবাহ্যভাবে, কম বেশি জ্ঞানত, লিখিত রূপকে একটি মানে আনে। সে ভাষা তার নিজের ভাষা হতে হবে তার কোনো কারণ নেই, অনেক ভাষাই বহিরাগতরা কোডায়ন করেছে, কখনো মিশনারিরা, কখনো বিদেশী

Scanned with CamScanner

প্রভুরা। কোডায়নের প্রথম পদক্ষেপ লিপায়ন (graphization)। অর্থাৎ বর্তমান কোনো লিপির ভিত্তিতে কোনো লিপিমালা প্রস্তুত করা। আমাদের যুগের প্রথম দিকে চৈনিক কানজি (Kanji) ভাবলিপি জাপানিরা তাদের ভাষার জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতকে স্বাবো (Svabo) তাঁর নিজের ভাষা ফ্যারাওয়েজ (Faroaes)-এর জন্য লাতিন বর্ণমালার দিনেমাররূপে লিখতে শুরু করেন। হাউগেনের মতে অতি সহজ লিপায়ন পদ্ধতির জন্যও অনেক সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং তা নীতিগতভাবে একজন ভাষাবিজ্ঞানীর সাহায্যে করতে হবে। ভাষার যখন এরকম পরিবর্তন চলে তখন ভাষাবিজ্ঞানীরা চিত্রে আসেন এবং তাঁদের মতামত তাঁরা দেন। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞানের অস্তিত্বই হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাষার মান-নির্ধারক হিশেবে নিজেদের উপস্থাপিত করার মাধ্যমে। হাউগেন ব্যাকরণায়ন (grammatication) বলে একটি প্রক্রিয়ার কথা বলেন, তার অর্থ হল শুদ্ধ ব্যাকরণের নিয়ম নির্বাচন করা (বেছে নেওয়া) এবং তা সূত্রায়িত করা। ব্যাকরণ কতোটা বৈজ্ঞানিক হবে তা নির্ভর করছে ভাষাবিজ্ঞানীর দক্ষতা এবং কালের মেজাজের ওপর। ব্যাকরণায়ন ছাড়াও আছে শব্দায়ন (lexication), তার অর্থ যথাযথ শব্দ-নির্বাচন। এর সঙ্গে জড়িত ভাষার রীতি-নির্দেশনা এবং সঠিক শব্দ সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ। সমস্ত কোডায়নের ফলশ্রুতি হল একটি অনুশাসনমূলক লিপি পদ্ধতি, ব্যাকরণ এবং অভিধান প্রণয়ন।

নির্বাচন এবং কোডায়ন একই স্তম্ভে আসছে কারণ উভয়ের সঙ্গেই 'রূপ'-গত সিদ্ধান্ত জড়িত এবং তা 'নীতিগত পরিকল্পনা'র (policy planning) অংশবিশেষ। তাঁর মতে ক্লসের অঙ্গ পরিকল্পনা এবং মর্যাদা পরিকল্পনার সঙ্গে তা সম্পর্কিত। এই দুই দিক রূপগত (formal) দিক ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ফাংশানগত ভূমিকাকে অন্তর্ভুক্ত করছে। নির্বাচন এবং কোডায়ন কাগজে-কলমেই থেকে যায় যদি না তার প্রয়োগ (implementation) এবং প্রসারণ (elaboration) হয়। প্রথমটিকে তিনি বলছেন সামাজিক মর্যাদা এবং দ্বিতীয়টিকে ভাষিক অঙ্গ (linguistic corpus)।

প্রয়োগ

যে সমস্ত ভাষা রূপের (language form) নির্বাচন কোডায়িত (codified) হয়েছে, লেখক, প্রতিষ্ঠান, সরকার তা যখন স্বীকার করে এবং প্রচার বা বিস্তার করে, সেই সমস্ত কার্যকলাপকে প্রয়োগ (implementation) বলা হয়। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্য বিষয় লিখিত ভাষা, তাই এর অন্তর্গত হল বই লেখা, পুস্তিকা প্রণয়ন, সংবাদপত্র এবং পাঠ্যপুস্তক সেই ভাষায় লেখা। যাদের বিদ্যালয়ের ওপর কর্তৃত্ব আছে, তারা বিদ্যালয়ের মাধ্যম হিশেবে কোনো ভাষাকে চালু করতে পারে অথবা গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ যাদের ওপর রয়েছে (যেমন বেতার দূরদর্শন) তারা সেখানে সে ভাষা চালু করতে পারে। কোনো ভাষা ব্যবহারে উৎসাহ বা অনুৎসাহ দেওয়ার আইন-কানুনও করা যেতে পারে।

প্রসারণ

আধুনিক জগতের সঙ্গে সব ভাষাকেই খাপ খাইয়ে চলতে হয়। প্রয়োগ থেকে প্রসারণ (elaboration) এক ধাপ এগিয়ে—প্রয়োগেরই বিস্তৃতি হল প্রসারণ। উচ্চ সংস্কৃতিমূলক আধুনিক ভাষার জন্য দরকার সমস্ত বুদ্ধিজৈবিক এবং মানবিক বিদ্যার জন্য পরিভাষা, সংস্কৃতির উচ্চ-নীচ সকল ক্ষেত্রের জন্যই দরকার শব্দসম্ভার। শব্দসম্ভার দিয়ে ভাষাকে সমৃদ্ধ করা মানে ভাষার ফাংশানকে প্রসারণ করা।

Scanned with CamScanner